দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 AUG 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭০ ... কলাম ... ২ ....

29

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ॥ স্কুল গুলো ভরে যাচ্ছে ছাত্রে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী" ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে গ্রামবাংলায়। ভূমিহীন দিনমজুর পিতা, যিনি সন্তান একটু বড় হলেই কিছু বাড়তি আয়ের জন্য কোন কর্মক্ষেত্রে পাঠাতেন, তিনি এখন সন্তান স্কুলে পাঠান। বিনিময়ে প্রতি মাসে পাচ্ছেন পনের কেজি করে গম। অর্থাৎ একসাথে দু'টি জিনিস পাচ্ছেন। প্রথমত সন্তানের শিক্ষা, দ্বিতীয়ত খাদ্য। এ যৌথ প্রাপ্তির কারণেই আজ দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোর চেহারা গেছে বদলে। ক্লাসরুম এখন আর ফাঁকা থাকে না। ভরে যায় কোমলমতি ছোট ছোট শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে। যারা খাদ্যের নিশ্চয়তা না পেলে শিশু শ্রম দিতে যেত কোন কর্মক্ষেত্রে। মৌলিক অধিকার 'শিক্ষা' লাভের ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটত দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে।

গাজীপুর জেলার সালনা গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন পিতা নুর হোসেন আজ তার ছেলেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে দিয়েছেন। ছেলে রাশেদুল ইসলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। নিয়মিত স্কুলে আসে। বিনিময়ে পাচ্ছে প্রতি মাসে ১৫ কেজি গম। সালনার অনেক দরিদ্র পিতার মুখেই বৃহস্পতিবার আশারবাণী শোনা গেছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়তে দিয়ে তারা তৃপ্ত অধিদফতরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গাজীপুর সদরের কয়েকটি স্কুল পরিদর্শনের জন্য সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকরা সদর থানার সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পোড়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী রয়েছে আট শ' একানব্বই জন। এর মধ্যে 'দু'শ সাতজন খাদ্য পাওয়ার উপযোগী, পাচ্ছে ১৯০ জন শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এম. এ মাসুদ জানান, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রী বেড়েছে। একই সাথে তাদের উপস্থিতির হারও বেড়েছে।

পোড়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রও একই রকম। এই স্কুলে বর্তমানে পাঁচ শ' পঁচিশ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। আগে ছিল চার শ' চল্লিশ জন। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর আশি জন ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান আরও জানান, শিক্ষার্থী বৃদ্ধির ফলে অনেক সময়ে স্কুলের মাঠেও ক্লাস নিতে হয়। তিনি জানান, এ কর্মসূচী চালুর ফলে আরও অনেক দরিদ্র পরিবারের বাচ্চারা স্কুলে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু তার স্কুলে আর জায়গা নেই। যার কারণে পোড়াবাড়ীর পাশের গ্রামেই তিনি একটি অবৈতনিক স্কুল চালু করেছেন। তিনি ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য স্কুল ঘর বর্ধিতকরণসহ আরও বেশি শিক্ষক নিয়োগ করলে ভাল হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সর্বোপরি গাজীপুরের শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকদের সাথে আলোপ করে বোঝা গেছে গাজীপুরের চিত্র আজ বদলে গেছে। যে শিশুটির হাতে এই নিকট অতীতেও কোন কাজের সরঞ্জাম ছিল আজ তার হাতে বই খাতা। উল্লেখ্য, 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছে। গত বছরের ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে দেশের ৪৬০টি থানায় একটি করে মোট ৪৬০টি ইউনিয়নে সকল সরকারী ও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং একটি করে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।